প্রথম অধ্যায়

ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা
(Practical Ethics)

১.১. ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার স্বরূপ (Nature of practical Ethics)

দুরূহ এবং বিতর্কিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে অথবা সামাজিক প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে যে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিতের বিচার, তাকেই বলা হয় 'ব্যবহারিক নীতি' (practical ethics) বা 'ব্যবহারিক নৈতিকতা' যেমন—জাতি-বৈষম্য, বর্ণ-বৈষম্য, লিঙ্গ-বৈষম্য, প্রাণিহত্যা, ভ্রূণহত্যা, করুণাহত্যা (enthanasia) ইত্যাদি বিষয়গুলি আমাদের ব্যবহারিক নীতিজ্ঞানে সমর্থনযোগ্য অথবা সমর্থনযোগ্য নয়—এজাতীয় আলোচনাই হল ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞানের (practical ethics) আলোচ্য বিষয়। তেমনি DNA-র বিন্যাস ও পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন প্রাণিদেহ সৃষ্টি কি সামাজিক পরিবেশকে দূষিত করতে পারে ? ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় এমন প্রশ্নও করা হয়। নীতিদার্শনিক যদিও DNA-এর ব্যাপারে তাঁর কোন মতামত প্রকাশ করেন না (কেননা ঐ ব্যাপারে তিনি অভিজ্ঞ নন) তথাপি DNA-এর বিন্যাস ও পরিবর্তন ঘটিয়ে যে clone সৃষ্টি করা হয় তা কোন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে কিনা—এমন নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি ব্যবহারিক নীতির দিক থেকে তার বিচার-বিশ্লেষণ করেন। স্পষ্টতই **নৈতিকতার তাত্ত্বিক (theoretical) আলোচনা থেকে ব্যবহারিক আলোচনা স্বতন্ত্র**। তত্ত্বগত দিক থেকে নীতিবিজ্ঞান কোন এক চরম নৈতিকতার আলোকে আমাদের নৈতিক প্রত্যয়গুলি—'ভাল-মন্দ', 'ন্যায় অন্যায়', 'উচিত-অনুচিত' প্রভৃতি নৈতিক বিশেষণগুলি বিশ্লেষণ ক'রে তাদের অর্থ সুস্পষ্ট করে। তবে, 'বিশুদ্ধ তত্ত্ব' বলে কিছু থাকতে পারে না—তত্ত্বজ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের ব্যবহারের মধ্যে সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। তত্ত্বজ্ঞান সার্থক হয় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। ব্যবহারিক জীবনে যে তত্ত্ব বা জ্ঞানের প্রয়োগ নেই তা অসার ও অর্থহীন। তাই দেখা যায়, অতি প্রাচীনকাল থেকে নীতিশাস্ত্রবিদগণ নৈতিকতার তাত্ত্বিক আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের নৈতিক সমস্যাগুলিকেও উপেক্ষা করতে পারেননি—শ্রেণী-বৈষম্য, লিঙ্গ-বৈষম্য, পশুহত্যা, ভ্রূণহত্যা, বিকলাঙ্গ শিশুহত্যা, আত্মহত্যা ইত্যাদি বিষয়কে ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে নীতিসম্মতরূপে সমর্থন করা যায় কিনা—সে বিষয়েও আলোকপাত করেছেন।

ব্যবহারিক নৈতিকতার স্বরূপ জানতে হলে **'ব্যবহারিক নৈতিকতা কি নয়' তা জানা প্রয়োজন।**

প্রথমত, ব্যবহারিক নৈতিকতায় 'নৈতিক' বলতে কেবল 'পবিত্রতা' বা 'শুদ্ধতাকে বোঝানো হয় না এবং 'অনৈতিক' বলতে কেবল 'অপবিত্র' বিষয়কে বোঝানো হয় না। 'পবিত্র', 'অপবিত্র' বিশেষণযুক্ত নয় এমন সব বিষয়ই সাধারণত ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়রূপে গণ্য করা হয়। যেমন—মানুষের হিতার্থে পশুদের গবেষণা-কার্যে ব্যবহার করা, প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। আমরা সাধারণত 'নৈতিক' শব্দটিকে এই ব্যাপক অর্থে গ্রহণ না করে 'সততা' বা 'পবিত্রতার' সংকীর্ণ গণ্ডীতে প্রয়োগ করে থাকি। 'বর্তমান সমাজে নৈতিক অধঃপতন সম্পর্কে খ্রিস্টান ধর্মাধিপতি পোপ্ (Pope) আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন'—সংবাদপত্রের শিরোনামে এমন কোন উক্তি দেখলেই আমরা স্বভাবতই মনে করি যে ঐ খ্রিস্টান ধর্মগুরু, সামাজিক বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে, সমলৈঙ্গিক যৌন-ক্রিয়া সম্পর্কে, ব্যভিচার সম্পর্কে, অশ্লীল কাব্য-সাহিত্য সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ-পীড়িতদের সাহায্য, লিঙ্গ-বৈষম্য, নির্বিচারে পশুহত্যা ইত্যাদি সম্পর্কে কোন অভিমত প্রকাশ করেননি। বাস্তবিক পক্ষে, আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রথম প্রকার বিষয়গুলির মতো দ্বিতীয় প্রকার সামাজিক বিষয়গুলিরও নৈতিক বিচার অর্থাৎ ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি বিচার একান্ত প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, ব্যবহারিক দিক থেকে যৌন-সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ—প্রাক্-বিবাহ যৌন-ক্রিয়া, পরপুরুষ বা পরস্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক, অশ্লীল সাহিত্য ইত্যাদি গুরুতর নৈতিক সমস্যা নয়—সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যৌন-ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও সেসব গুরুতর নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে না। যৌন-ঘটিত ক্রিয়াকলাপ অপেক্ষা কোন শহরের যান-বাহন ব্যবস্থা অনেক বেশি নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে—বাধাহীন গাড়ী চালনা পথচারীর জীবন বিপন্ন করে, অতিরিক্ত যান-বাহন মুক্ত আলো-বাতাসকে দূষিত করে।

দ্বিতীয়ত, ব্যবহারিক নৈতিকতা এমন কোন পরমাদর্শের তত্ত্বগত আলোচনা নয় ব্যবহারিক জীবনে যাকে প্রয়োগ করা যায় না। তত্ত্বের সার্থকতা তার প্রয়োগে। যে তত্ত্বের প্রয়োগ নেই, ব্যবহারিক নৈতিকতায় তা অসার, নিষ্ফল এবং সেজন্য পরিত্যাজ্য। কর্তব্যমুখী নৈতিক মতবাদের সমর্থকরা (Deontologists) আবার পরমাদর্শের পরিবর্তে **কর্তব্যনীতিকে** অনুসরণীয় বলেন। এদের অনেকে আবার কয়েকটি সরল এবং সংক্ষিপ্ত নিয়মকে অনুসরণীয় বলেন। যেমন, কয়েকটি নিষেধমূলক নৈতিক নিয়ম হল—'মিথ্যা বোলো না', 'চুরি কোরো না', 'হত্যা কোরো না', 'চুক্তিভঙ্গ কোরো না' ইত্যাদি। ব্যবহারিক নীতির ক্ষেত্রে **'নীতি-(নিয়ম) কর্তব্যবাদীদে**'র এই অভিমতও সব সময় অনুসরণীয় হয় না। আমাদের জটিল সমাজজীবনে কর্তব্যবাদীদের ঐ সব সংক্ষিপ্ত নিয়মগুলিও ক্ষেত্র বিশেষে অনুসরণ করা উচিত বলে মনে হয় না। আসলে নীতি-কর্তব্যবাদীদের নৈতিক নিয়মগুলি ব্যবহারিক জীবনে স্পষ্টার্থক নয়, নির্বিরোধ নয়, অব্যতিক্রমী নয়। এজন্য ক্ষেত্র বিশেষে 'চুক্তিভঙ্গ করা'কে ; 'মিথ্যা বলা'কে ব্যবহারিক দিক থেকে নৈতিক বলে মনে হয়। যেমন, সুস্থ অবস্থায় আমার কোন বন্ধু যদি তার একখানি ধারাল অস্ত্র আমার কাছে গচ্ছিত রেখে বিদেশে যায় এবং বিদেশ থেকে ফিরে উন্মাদ অবস্থায় তার অস্ত্রখানি ফেরৎ চায় তাহলে, আমাদের ব্যবহারিক নীতিজ্ঞানে, সেই গচ্ছিত সম্পদ ফেরৎ না দেওয়া অর্থাৎ চুক্তিভঙ্গ করাই হবে উচিত কাজ। তেমনি 'ধরা যাক্, জার্মানীতে

নাৎসীদের (Nazi) শাসনকালে কোন ইহুদি পরিবার তোমার বাড়ীতে আত্মগোপন করে আছে ; এমন অবস্থায় গেস্টাপো বাহিনী (Gestapos) ইহুদির সন্ধানে তোমার বাড়ীতে এলে নিঃসন্দেহে মিথ্যা বলাটাই উচিত কাজ হবে।'[১]

তৃতীয়ত, ব্যবহারিক নীতিজ্ঞান ধর্ম-নির্ভর নয়, তা ধর্ম-স্বতন্ত্র। ঈশ্বরবাদীরা ধর্মকে মুখ্য এবং নীতিকে গৌণরূপে গণ্য করে বলেন যে, ঈশ্বর যা অনুমোদন করেন সেটাই হল নৈতিক ভাল। ঈশ্বরবাদীদের এই অভিমত যুক্তিযুক্ত হয়নি। প্রাচীনকালে দার্শনিক প্লেটো এই অভিমতের বিরোধিতা করে বলেন—'কাজের ভালত্ব ঈশ্বরের অনুমোদনের ওপর নির্ভর করে না, বরঞ্চ কোন কাজ ভাল বলেই ঈশ্বর তা অনুমোদন করেন। কর্মের ভালত্ব ঈশ্বরের অনুমোদন-নির্ভর হলে ভাল-মন্দের মধ্যে, উচিত-অনুচিতের মধ্যে প্রভেদ লুপ্ত হয়। যেমন, দমন-পীড়নকে আমাদের ব্যবহারিক নীতিজ্ঞানে অনুচিত বা মন্দকর্ম রূপে এবং পরোপকারকে উচিত বা ভালকর্ম রূপে গণ্য করা হয়। ঈশ্বর যদি কখনো তাঁর খেয়ালবশে দমন-পীড়নকে অনুমোদন করেন এবং পরোপকারকে অনুমোদন না করেন তাহলে, ঈশ্বরবাদীদের অভিমত অনুসারে, দমন-পীড়নকে উচিতকর্ম এবং পরোপকারকে অনুচিত কর্মরূপে গণ্য করতে হবে, যা আমাদের ব্যবহারিক নীতিজ্ঞান বিরোধী। বাস্তবিক পক্ষে **আমাদের ব্যবহারিক নীতিবোধ ধর্মবোধের সঙ্গে, ধর্মের ঈশ্বরের সঙ্গে, যুক্ত নয়।**

চতুর্থত, ব্যবহারিক নৈতিকতা এক দৃষ্টিকোণ থেকে সাপেক্ষ (relative), ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিরপেক্ষ (objective)। একথা ঠিক যে, বিশেষ কোন দেশ-কাল-পাত্রে কোন কর্ম তার সুফল প্রসবের জন্য 'ভাল' বা 'উচিতকর্ম'রূপে বিবেচিত হলেও ভিন্ন কোন দেশ-কাল-পাত্রে দুঃখজনক পরিণামের জন্য তা 'মন্দ' বা 'অনুচিতকর্ম'রূপে গ্রাহ্য হতে পারে। যেমন শিশুসন্তানের লালন-পালনের ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা থাকলে স্বামী-স্ত্রীর নৈমিত্তিক যৌন-ক্রিয়া অনুচিতকর্ম, কেননা তাতে গর্ভসঞ্চার হবার সম্ভাবনা থাকে ; কিন্তু ঐ একই অবস্থায় জন্ম-নিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে যৌন-ক্রিয়া অনুচিতকর্ম নয়, কেননা তাতে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা থাকে না। এখানে যৌন-ক্রিয়ার স্বকীয় বা নিরপেক্ষ নৈতিকমূল্য স্বীকার করা হয় না, তার ভালত্ব-মন্দত্ব অবস্থা-নির্ভর অর্থাৎ সাপেক্ষ। কিন্তু 'স্বামী-স্ত্রীর নৈমিত্তিক যৌন-ক্রিয়ার ভাল/মন্দ' একটি ব্যাপকতর নিয়মের অন্তর্গত করলে 'এমন কর্ম কর যাতে সুখের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দুঃখের পরিমাণ হ্রাস পায়'—এই নিয়মের অন্তর্গত করলে যৌন-ক্রিয়ার স্বকীয়মূল্য স্বীকার করে তার ভালত্ব/মন্দত্বকে নিরপেক্ষ রূপে গণ্য করতে হবে। সহজ কথায়, আমাদের ব্যবহারিক নীতিবোধ সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর আংশিক নির্ভরশীল (সাপেক্ষ) হলেও পুরোপুরি নির্ভরশীল নয় (নিরপেক্ষ)।

১.২. সাপেক্ষ নৈতিকতা-মতবাদ (Theory of Ethical Relativism)

অনেকের মতে, সার্বত্রিক নৈতিক নিয়ম বলে কিছু নেই, নৈতিক ভালমন্দের ধারণা জাতিভেদে, সমাজভেদে, এমনকি ব্যক্তিভেদেও ভিন্ন ভিন্ন হয়। **নৈতিক ভালমন্দের ধারণাকে**

১. 'If you were living in Nazi Germany and the Gestopo came to your door looking for Jews, it would surely be right to deny the existence of the Jewish family hiding in your attic'. Practical Ethics. Peter Singer. P. 2.